বিজয়ের ফ্রেমে পিতার ভাস্কর্য

কাইউম পারভেজ

ফ্লাগ পোষ্টে পতাকা ওড়ালেই কি বিজয়?
বিজয় দিবস?
মার্চপাস্ট তোপধ্বনী বিজয় মেলাতেই কি বিজয়?
বিজয় দিবস?
সাভারের স্মৃতিসৌধে ফুল দিলেই কি বিজয়?
বিজয় দিবস?
তবে, আমি প্রতিদিন প্রতি ঘন্টা প্রতি সেকেন্ড
পতাকা ওড়াবো তোপধ্বনী করবো স্মৃতিসৌধে ফুল দেবো
তবে, আমি নিশ্চয়তা চাই – প্রতিশ্রুতি চাই
জাতির পিতার ভাস্কর্য ভাঙ্গতে কারো স্পর্ধা হবে না আর।
যে পিতার ডাকে স্বাধীনতা যে পিতার হাঁকে বিজয়
তাঁর ভাস্কর্য নিয়ে কেন হঠাৎ ওরা সোচ্চার হয়?
এ স্পর্ধা কি আমাদেরই কোন অজ্ঞতা দূর্বলতায়?

ওরা একটি ফুলকে বাঁচাতে যুদ্ধ করেনি
তীরহারা সেই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেয়নি
কোটিপ্রাণ এক সাথে জাগেনি ওদের সাথে
নতুন সূর্য্য ওঠার সেই সময়ে।
ওরা তখন ফুল আর মালীদের ধ্বংস করতে মত্ত।
ওদের পোনারা ফণা তুলে তুলে আবার আসছে তেড়ে
জাতির পিতার ভালবাসায় দেয় নতুন শর্ত জুড়ে!
কত্ত সাহস ! কত্ত বড় সাহস !
কে আছো জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ
ওদের রুখতে ব্যর্থ হলে দিতে হবে কৈফিয়ৎ !
সেই তাদের কাছে - যাদের জন্য এ বিজয়।
আজিকার বিজয় দিবস!

ওরা বলেছিলো দেশটা স্বাধীন হবে না –
তলাহীন ঝুড়িটা ঘুরে দাঁড়াবে না -
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে না –
পদ্মার বুকে স্বপ্নসেতু জাগবে না –
বাংলার আকাশে ঘন মেঘ সরিয়ে আলো আর ফুটবে না –
এখন তবে বলবে কি ওরা?

আপোষ?
কিসের আপোষ কার সঙ্গে আপোষ?
ধর্ম যখন রাজনীতির সেই পুরোনো হাতিয়ার
ধর্ম যখন কাড়ি কাড়ি কড়িতে কড়িতে বিকোয়
তখন জেনে না জেনে শুধুই বিভ্রান্তি ছড়ায়।
না না না কোন আপোষ নয় । কক্ষনো নয়।

ভাস্কর্য গুঁড়িয়ে দেবার হুমকি দেয়
পিতার গায়ে আঁচড় দেবার স্পর্ধা দেখায়!
দেখিসনি একাত্তর দেখিসনি কি সেই বিজয়?
তোরা আবার নিঃশেষ হবি সেদিন দূরে নয়।
ভাস্কর্য ছিল আছে থাকবে
জাতির পিতার ভাস্কর্য চির ভাস্বর হয়ে জাগবে।
এবার বিজয়ে সে বিজয় মনোরথ।
তোদের বিষাক্ত ফণা নিপাতের দীপ্ত এ শপথ ।